Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-05-2026 16:27 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২০ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ৪ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৩০ সংখ্যা ।। ২ পাতা

অশান্তির আশঙ্কা! মমতা-অভিষেকের বাড়ির সামনে আধাসেনা মোতায়েনের নির্দেশ কমিশনের

বিকেলেই দিল্লি থেকে মোদির ভাষণ, বিজয়োৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বিজেপি হেড কোয়ার্টার

বাংলায় গেরুয়া ঝড় দেখেই ওমর আবদুল্লার দু'শব্দের টুইট, 'ব্লাডি হেল'

গেরুয়া ঝড়ে তছনছ বাংলায় তৃণমূলের দুর্গ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাজ্যে কি তবে পালাবদল? ঘাসফুলকে সরিয়ে কি এবার বঙ্গে ফুটতে চলেছে পদ্ম? সোমবারের দুপুর ১২০ পর্যন্ত ভোটগণনার প্রাথমিক ট্রেন্ড অন্তত সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। জেলা থেকে শহর; সর্বত্রই বইছে প্রবল গেরুয়া হাওয়া। যদিও খাস তালুক ভবানীপুরে জয়ের গন্ধ পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অষ্টম রাউন্ডের শেষে ১৫ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তিনি। তবে রাজ্যের সার্বিক ফল নিয়ে স্নায়ুর লড়াই এখন তুঙ্গে। নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুযায়ী, একাধিক হেভিওয়েট কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা বড় ব্যবধানে লিড নিচ্ছেন। একদিকে যখন শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, 'হিন্দু ইভিএম বিজেপি। খতম, পুরো খতম। সরকার গড়ছে বিজেপি', তখন অন্যপ্রান্ত থেকে তৃণমূল নেত্রীর হুঙ্কার, 'আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়ব।' সোমবার সকাল থেকেই গণনা কেন্দ্রগুলোতে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে। ২৯৪ আসনের মধ্যে ফলতা বাদে বাকি কেন্দ্রগুলোর ফল প্রকাশ হচ্ছে আজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় অনিয়মের অভিযোগে ভোট বাতিল করেছে কমিশন। সেখানে ফের ভোট ২১ মে, গণনা হবে ২৪ মে। ফলে বাকি আসনগুলোর দিকেই নজর গোটা দেশের। বেলা যত গড়াচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে বিজেপির দাপট। বিশেষ করে জঙ্গলমহল ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কার্যত ধুয়ে মুছে যাচ্ছে ঘাসফুল। পুরুলিয়ার ৯টি আসনের সবকটিতেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। পিছিয়ে নেই ঝাড়গ্রামও। সেখানে ৪টি আসনেই উড়ছে গেরুয়া আবির। ভবানীপুর কেন্দ্রে অষ্টম রাউন্ড শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৫২২ ভোট। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দু অধিকারী পেয়েছেন ২০ হাজার ২০ ভোট। অর্থাৎ ১৯ হাজার ৩৯৩ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন মমতা। তবে সার্বিক ফল নিয়ে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ নেত্রী। কর্মীদের উদ্দেশে এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'দয়া করে কেউ কাউন্টিং ছেড়ে আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। ২-৩ রাউন্ড করে গণনা করে দেখাচ্ছে। ১০০টারও বেশি জায়গায় ভোটগ্রহণ বন্ধ রেখেছে। কল্যাণীতে সাতটি মেশিন ধরা পড়েছে। যেখানে (ভিভিপ্যাট স্লিপের সঙ্গে) মিল নেই। এখন ৭০ থেকে ১০০টি কেন্দ্রের ফল এখনও প্রকাশ করেনি। নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের মতো কাজ করে চলেছে। কলকাতা পুলিশ মাথা নীচু করে বাহিনীর নীচে কাজ করে চলেছে। আমাদের দলের নেতা-কর্মী ও প্রার্থীদের বলছি আপনারা মন খারাপ করবেন না। আমি আগেই বলেছি আপনারা সূর্যাস্তের পর জিতবেন। এখন ৩-৪ রাউন্ড করে গণনা হয়েছে। আরও ১৫-২০ রাউন্ড করে গণনা বাকি আছে। সেই ফল প্রকাশিত হলে আপনারা জিতবেন।

আমরা সবাই আপনাদের সঙ্গে আছি। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়ব।' বিজেপির ঝড়ে কার্যত তছনছ হয়ে যাচ্ছে তৃণমূলের দুর্গ বলে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান। জেলার ১৬টি আসনের মধ্যে ১২টিতেই এগিয়ে গেরুয়া শিবির। বর্ধমান দক্ষিণ (৪৬৩৭), জামালপুর (২৪৫৬), মন্টেশ্বর (৪৯১০), কালনা (৯২৪১), মেমারি (২০৯), ভাতার (৫২৫৫), পূর্বস্থলী দক্ষিণ (২৮৭৭) ও উত্তর (৮৬৬৪), কাটোয়া (১১৭০৭), মঙ্গলকোট (৬০৪৩), আউশগ্রাম (১২৪৩) এবং গলসিতে (৭৬২৪) লিড দিচ্ছে বিজেপি। তৃণমূলের দখলে মাত্র ৪টি আসন; খ ন্দঘোষ, রায়না, বর্ধমান উত্তর ও কেতুগ্রাম। খাস কলকাতায় বালিগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রায় ৩৫ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকলেও জেলার পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে কৌস্তভ বাগচী ৯০২৭ ভোটে, নোয়াপাড়ায় অর্জুন সিংহ ৫০৫৩ ভোটে এবং জগদ্দল, ভাটপাড়া, নৈহাটিতেও দাপট দেখাচ্ছে বিজেপি। বীজপুরে আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারী। অভিযোগের আঙুল বিজেপির দিকে। হেরে যাওয়ার আগাম আভাস পেয়ে শিলিগুড়িতে গণনাকেন্দ্র ছাড়লেন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা গৌতম দেব।

সপ্তম রাউন্ড শেষে বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষের থেকে প্রায় ৩১ হাজার ভোটে পিছিয়ে পড়ার পর তিনি গণনাকেন্দ্র ত্যাগ করেন। যদিও ইভিএম ও পোস্টাল ব্যালট নিয়ে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমে পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় ৩৫ হাজার ভোটে এবং রানাঘাট উত্তর-পূর্বে অসীম বিশ্বাস প্রায় ২০ হাজার ভোটে এগিয়ে। বনগাঁ উত্তরে এগিয়ে বিজেপি থাকলেও বনগাঁ দক্ষিণে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী ঋতুপর্ণা আঢ্য। চন্দননগরে ২৭২২ ভোটে দীপাঞ্জন গুহ এবং উত্তরপাড়াতেও প্রায় ৫ হাজার ভোটে বিজেপি এগিয়ে। তারকেশ্বরে লড়াই চলছে সপ্ত পানের। তবে কিছু পকেটে তৃণমূলের মুখরক্ষা করছেন সেলেব্রিটি ও অভিজ্ঞ প্রার্থীরা। করিমপুরে সোহম চক্রবর্তী ১৪ হাজার ভোটে এগিয়ে। রেজিনগরে ৪৮ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর এবং নবদ্বীপে ২৫৪৮ ভোটে লিড নিচ্ছে তৃণমূল।বসিরহাট উত্তরেও তৃণমূলের জয়রথ অব্যাহত, সেখানে তৃণমূল প্রার্থী ৮ হাজার ভোটে এগিয়ে। কিন্তু নজর কেড়েছে ভাঙড়। সেখানে ছ'রাউন্ডের গণনার পর আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকি ১৯২৭ ভোটে এগিয়ে থেকে চমক দিচ্ছেন। সেখানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তৃণমূল। অন্যদিকে নন্দীগ্রামে মেজাজে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সপ্তম রাউন্ড শেষে তিনি ৮৯১১ ভোটে এগিয়ে। ময়নায় ২৫০০ ভোটে এগিয়ে অশোক দিন্দা। দিনহাটায় অজয় রায় ১২৫৬২ ভোটে এবং মাথাভাঙায় নিশীথ প্রামাণিক ১৮৮৬৫ ভোটে এগিয়ে। ঝাড়গ্রামের ৪টি আসনেই এগিয়ে বিজেপি। ঘাটালের চিত্রও একই, সেখানে চতুর্থ রাউন্ড শেষে শীতল কপাট ১০ হাজার ভোটে এগিয়ে। সব মিলিয়ে রাজ্যের আকাশে এখন গেরুয়া আবির, তবে সূর্যাস্তের প্রতীক্ষায় রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শেষ হাসি কে হাসবেন, তার জন্য আরও কয়েক রাউন্ড অপেক্ষা করতে হবে। লড়াই এখন প্রতি রাউন্ডের টানটান উত্তেজনায়। বিজেপি কি সত্যিই সরকার গড়বে নাকি মমতাই শেষ মুহূর্তে খেলা ঘুরিয়ে দেবেন, তা সময়ই বলবে। গোটা দেশ এখন তাকিয়ে বাংলার এই ঐতিহাসিক ভোটের চূড়ান্ত ফলাফলের দিকে। চন্দননগরে বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন গুহ ২৭২২ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। শিবপুরে বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ ৫৭৯৭ ভোটে এগিয়ে। সব মিলিয়ে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে গেরুয়া ব্রিগেড। গণনাকেন্দ্রে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস চোখে পড়ছে। ঝাড়গ্রাম থেকে শিবপুর সর্বত্রই বিজেপি জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত। লড়াই এখন সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

অসমে অক্ষুণ্ণ গেরুয়া দুর্গ, কেরলে দাপট কংগ্রেসের

শুধু বাংলা নয়, আজ সোমবারের ভোটগণনায় তোলপাড় অন্য চার রাজ্যও। তামিলনাড়ুতে বড়সড় অঘটন ঘটিয়ে জয়ের পথে অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকে। কোলাথুর আসনে পর পর তিন রাউন্ডে পিছিয়ে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন। সেখানে এগিয়ে টিভিকে-র ভিএস বাবু। ডিএমকে শিবিরে এখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা, বিপরীতে বিজয়ের চেন্নাইয়ের বাড়িতে শুরু হয়েছে অকাল হোলি। টিভিকে নেতা ফেলিক্স জেরাল্ডের দাবি, 'কারও সমর্থন ছাড়াই বিজয় সরকার গড়বেন।' সেখানে ডিএমকে নেমে গিয়েছে তৃতীয় স্থানে।অসমে ফের প্রত্যাশিত দাপট বিজেপির, যোরহাটে পিছিয়ে পড়েছেন কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা গৌরব গগৈ। ৯৮টি আসনে এগিয়ে থেকে সেখ ানে কার্যত ধরাছোঁয়ার বাইরে গেরুয়া ব্রিগেড।

কেরলে অবশ্য মুখরক্ষা হচ্ছে কংগ্রেসের। সেখানে ইউডিএফ ৮৯টি আসনে এগিয়ে থেকে বামেদের পিছনে ফেলে দিয়েছে। পুদুচেরিতে এনডিএ জোট ১৫টি আসনে এগিয়ে থাকলেও থাট্টানচাভেরি কেন্দ্রে প্রায় ৩০০০ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী রঙ্গস্বামী। এই প্রবণতা দেখে এক্স হ্যান্ডলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। দক্ষিণ থেকে উত্তর; আজকের ফল জাতীয় রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-05-2026 16:27 Page 2

মতুয়া গড়ে গেরুয়া ঝড়, শুরু হয়েছে আবির খেলা

নয়া জামানা, বনগাঁ ঃ বনগাঁয় মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক কার্যত ধরে রাখতে সক্ষম হল বিজেপি। বনগাঁ উত্তর ও দক্ষিণ, গাইঘাটা এবং বাগদা;এই চার কেন্দ্রেই গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। বিশেষ করে বাগদা কেন্দ্রে ননদ-বউদির লড়াই ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছিল, আর সেখানেই দশম রাউন্ড শেষে বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর ২১ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে থেকে বড়সড় বার্তা দিয়েছেন।

ভোটগণনার শুরুতে তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর এগিয়ে থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবধান দ্রুত কমে যায়। পরবর্তীতে বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর স্পষ্টভাবে এগিয়ে যান। উল্লেখ যোগ্যভাবে,

সোমা ঠাকুর হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী, আর মধুপর্ণা তাঁর ননদ;ফলে এই পারিবারিক লড়াই

ঘিরে কৌতূহল ছিল তুঙ্গে। গাইঘাটা কেন্দ্রেও বিজেপি প্রার্থী সপ্তম রাউন্ড শেষে প্রায় ১৮ হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। বনগাঁ উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রেও একই ছবি;গেরুয়া শিবিরের ধারাবাহিক লিড। ফলে সামগ্রিকভাবে বনগাঁ মহকুমায় বিজেপির শক্ত অবস্থান আরও একবার স্পষ্ট হয়েছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০১৯ সাল থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে, যা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছিল। এবারের ভোটেও সেই প্রবণতা বজায় রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস এই অঞ্চলে একাধিক আসনে জয়ের লক্ষ্যে জোরদার প্রচার চালিয়েছিল,

তবুও ভোটের ফলাফলের ট্রেন্ডে বিজেপির আধিপত্যই প্রকট।এদিকে, ফলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হতেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আবির খেলা ও মিষ্টিমুখের মাধ্যমে উদযাপন শুরু হয়েছে, যা গেরুয়া শিবিরের আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন।

উত্তরবঙ্গে গেরুয়া ঢেউ, ঘাঁটি আরও মজবুত গেরুয়া শিবিরের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোট গণনার শুরু থেকেই উত্তরবঙ্গ জুড়ে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে বিজেপি।

পোস্টাল ব্যালট গণনা থেকেই এগিয়ে থাকা গেরুয়া শিবির বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক কেন্দ্রে তাদের লিড আরও বাড়িয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের এগিয়ে থাকার খবর মিলেছে, যা দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাসের সঞ্চার করেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের ৪০টিরও বেশি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে চা বলয় কেন্দ্রিক ২২টি আসনে গেরুয়া শিবিরের শক্তিশালী প্রভাব চোখে পড়েছে। শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, রাজগঞ্জ, নাগরাকাটা,

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি ও দিনহাটা-সহ একাধিক কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।নির্দিষ্টভাবে শিলিগুড়ি

কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ প্রায় ৩২ হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে শিখা চট্টোপাধ্যায় প্রায় সাড়ে ২৩ হাজার এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে আনন্দময় বর্মণ প্রায় ২২ হাজার ভোটে লিড বজায় রেখেছেন।

বহু কেন্দ্রে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে, যা বিজেপির সংগঠনিক শক্তির প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে।

বেলা ১১টার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। দলীয় পতাকা হাতে রাস্তায় নেমে আনন্দ মিছিল, গেরুয়া আবির খেলা এবং মিষ্টি বিতরণের ছবি সামনে আসে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উত্তরবঙ্গে বিজেপির এই সাফল্যের পেছনে পূর্ববর্তী লোকসভা নির্বাচনের শক্তিশালী ফলাফল এবং ধারাবাহিক সংগঠন বিস্তার বড় ভূমিকা নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের একাধিক প্রচারসভাও ভোটে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, উত্তরবঙ্গের এই ফলাফল রাজ্যের সামগ্রিক ফলাফলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এবং সরকার গঠনের পথে দলকে এগিয়ে দেবে।

মমতার বাড়ির অদূরে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান, সেলিব্রেশন বিজেপির

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ গণনা এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি, তবু প্রাথমিক প্রবণতাই রাজ্যের রাজনৈতিক আবহে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রের ট্রেন্ডে বিজেপির স্পষ্ট এগিয়ে থাকা ঘিরে রাজ্যজুড়ে গেরুয়া শিবিরে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। হাওড়ার শিবপুর থেকে কলকাতার ভবানীপুর; একাধিক এলাকায় রাস্তায় নেমে উদ্‌যাপনে মেতে উঠেছেন কর্মী-সমর্থকেরা।প্রবণতা অনুযায়ী, ম্যাজিক ফিগার ১৪৮ অতিক্রম করে বিজেপি প্রায় ১৯০টির কাছাকাছি আসনে এগিয়ে রয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস বেশ কিছু আসনে পিছিয়ে পড়ায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তীব্র হয়েছে। এই চিত্রই গেরুয়া শিবিরে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছে।ভবানীপুরে হরিশ

চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরে বিজেপি কর্মীদের জমায়েত ঘিরে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা তৈরি হয়। 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উৎসবের মধ্যেও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।অন্যদিকে শিবপুরের আইআইইএসটি গণনা কেন্দ্রের বাইরে সকাল থেকেই ভিড় বাড়তে শুরু করে। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তা রূপ নেয় উৎসবের আবহে। দলীয় পতাকা, আবির, ঢাক-ঢোলের তালে নাচে-গানে মেতে ওঠেন কর্মীরা। মহিলা সমর্থকদের সক্রিয় উপস্থিতি বিশেষভাবে চোখে পড়ে।কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র চত্বরে একই চিত্র ধরা পড়ে। উত্তর কলকাতার বিভিন্ন আসনের গণনা ঘিরে সেখানে জড়ো হন বহু সমর্থক। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে উৎসবের মাঝেও শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিচ্ছেন কর্মীরা।ভোটের আগে বুথফেরত সমীক্ষাগুলিতেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছিল। গণনার দিন সেই প্রবণতাই আরও স্পষ্ট হওয়ায় চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগেই উচ্ছ্বাসে ভাসছে গেরুয়া শিবির।

গেরুয়া ঝড়ে উচ্ছ্বাস, রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে বাজল রবীন্দ্রসঙ্গীত

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে ভোটগণনার ট্রেন্ড স্পষ্ট হতেই গেরুয়া ঝড়ে উত্তাল রাজনৈতিক মঞ্চ। উত্তর থেকে দক্ষিণ;বিভিন্ন জেলায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। কলকাতায় রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে শুরু হয়েছে উদযাপন, চলছে মিষ্টিমুখ, বাজছে রবীন্দ্রসঙ্গীত।ভোটগণনার শুরু থেকেই একাধিক কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের এগিয়ে থাকার খবর আসতে থাকে। রাউন্ড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবধানও বাড়ে, যা গেরুয়া শিবিরে আত্মবিশ্বাস আরও জোরদার করে। ফল ঘোষণার আগেই বহু জায়গায় কর্মী-সমর্থকেরা রাস্তায় নেমে আবির খেলায় মেতে ওঠেন। গেরুয়া আবিরে রঙিন হয়ে ওঠে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত।কলকাতার রাজ্য বিজেপি কার্যালয়েও দেখা

যায় একই চিত্র। নেতা-কর্মীদের ভিড়, একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়;সব মিলিয়ে উৎসবের আবহ। তবে এই উদযাপনের মধ্যেই বিশেষভাবে নজর কাড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানো। জানা গিয়েছে, দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের সংযোগ তুলে ধরার একটি কৌশলগত বার্তা।অন্যদিকে, ভোটের ফল ঘোষণার পর ডিজে বাজানোর কথা আগেই জানিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তার আগেই বিজেপি কার্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যাওয়ায় রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র উদযাপন নয়, বরং সাংস্কৃতিক পরিসরে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা। ফলে ভোটের ফলাফল যেমন রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে, তেমনই এই ধরনের প্রতীকী পদক্ষেপ ভবিষ্যতের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।

রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড়, কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটগণনা চলাকালীন সকাল গড়াতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ছে। প্রথম কয়েক রাউন্ডের ট্রেন্ডে একাধিক কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা এগিয়ে থাকায় শুরু হয়েছে গেরুয়া আবির খেলা, লাড্ডু ও গেরুয়া রঙের রসগোল্লা বিলি। বিভিন্ন গণনাকেন্দ্রের বাইরে জমতে শুরু করেছে উৎসবের আবহ।সোমবার সকাল আটটা থেকে ভোটগণনা শুরু হয়। প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনায় বেশ কিছু কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা এগিয়ে যান। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শুরু থেকেই বিজেপির এগিয়ে থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ট্রেন্ড রাজ্যের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে।পরবর্তীতে ইভিএম গণনা শুরু

হলে একাধিক কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের লিড আরও বাড়তে থাকে। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া-সহ একাধিক জেলায় বিজেপির শক্তিশালী পারফরম্যান্স সামনে আসে। বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চললেও বহু জায়গায় বিজেপি প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।খাস কলকাতাতেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে বিজেপির এগিয়ে থাকার খবর মিলেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, যা শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক প্রভাবক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত, সেখানেও গেরুয়া শিবিরের উচ্ছ্বাস তুঙ্গে। নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারী উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।